দৈনিক ইনকিলাব

018

তারিখ 26 JAN 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

৬-এর পাতার পর

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ১৬ই জানুয়ারী থেকে ক্লাস শুরুর ঘোষণা দেন। সভা সে তারিখ প্রত্যাখ্যান করে। প্রথম সপ্তাহে ক্লাস শুরুর তাগিদ দেয়া পর্দার অন্তরালে নাটকের যবনিকা টেনে সরকার ১৪ই জানুয়ারী থেকে ক্লাস শুরুর ঘোষণা দেয়। এক্ষেত্রে ছাত্ররা তাদের পূর্বতন দাবীতে অটল থাকে। সরকার ছাত্রদের দাবীর চাপে পড়ে যে চাতুর্যতার আশ্রয় নেয়, তাহলো ছাত্রদের দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ১৬ তারিখের পূর্বেই ক্লাস শুরুর ঘোষণা দিচ্ছে।

এরমধ্যে ১৫ তারিখ শুক্রবার সাধারণ ছুটির দিন এবং ১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার অর্ধবেলা ক্লাসও অফিস। এখানে ছাত্রদেরও বুঝ দেয়া গেল আবার সরকারের কথাও থাকলো। কিন্তু সচেতন ছাত্র সমাজ এ নির্ধারিত তারিখটি প্রত্যাখ্যান করে সিণ্ডিকেট ও প্রশাসনকে চাপ দিতে থাকে সুনির্দিষ্ট তারিখটির আগেই ক্লাস শুরু করার। একদিকে সরকারের রক্তচক্ষু অন্যদিকে ছাত্রদের নৈতিক চাপ এ দু'য়ে বেসামাল হয়ে সিণ্ডিকেট আত্মসমর্পণ করে সরকারের নীতির কাছে। সরকারকে ছাত্ররা শিক্ষাজীবন বিলম্বিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে বহুবার। এমনকি কোন একজন অভিভাবকও চান না ছাত্রদের শিক্ষাজীবন থেকে আর একটি মুহূর্ত ঝরে যাক। এ কঠিন উপলব্ধির পরও সিণ্ডিকেট ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে ১৬ তারিখে ক্লাস শুরুর আদেশ দিলেন। ছাত্রদের বুঝালেন সরকারী নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় খোলেনি আমাদের নির্দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশ্ন জেগেছে এতই যখন সাহসিকতার পরিচয় দিলেন তবে সরকারী নির্দেশের দু'দিন পর কেন। কেন খোলার তারিখ সরকারী আদেশের দু'দিন আগে হলো না। জানি সিণ্ডিকেট এ বিষয়ে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি দিতে পারবে না। এ কারণেই কেন্দ্রীয় ২২টি ছাত্র সংগঠন সিন্ডিকেটের এ ধরনের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে ৭ই জানুয়ারী '৮৮'র অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক সমাবেশের ঘোষণায় সরকারের ভূমিকার পাশাপাশি সিণ্ডিকেটের ভূমিকারও নিন্দা করে বলা হয়, আজকের এই সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশকে পদদলিত করার জন্য যেমনি সরকারের নিন্দা করছে তারই পাশাপাশি প্রশাসন ও সিণ্ডিকেটের এ ধরনের নতজানু মেরুদণ্ডহীন আচরণে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের রক্তে কেনা এই অধ্যাদেশ '৭৩। এই অধ্যাদেশকে রক্ষা ও উর্ধ্বে তুলে ধরার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালনা করার কার্যকরী দায়িত্ব সিণ্ডিকেটেরই সবচেয়ে বেশী। সেই বিবেচনায় অধ্যাদেশ পরিপন্থী কোন নীতিমালাই সিণ্ডিকেট মেনে নেবে না এটাই ছিল ২২টি ছাত্র সংগঠনের প্রত্যাশা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন ও সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের আমানতকে হায়েনার থাবা থেকে যেমনি রক্ষা করতে পারেনি তেমনি ঊর্ধ্বেও তুলে ধরতে পারেনি।'

সাম্প্রতিক এ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে যে সত্যটি আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠে তাহলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ '৭৩ অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর। এই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের যিনি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন কিংবা আসবেন উনি সরাসরি একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ। স্বভাবতঃই উনি চাইবেন, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার অনুকূলেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হোক। এটাই স্বাভাবিক। তাই স্বায়ত্তশাসনের যে মূল কথা তাহলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। তাহলেই কেবলমাত্র মুক্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, চর্চার অনুকূল পরিবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজ করবে। সেই বিবেচনাতেই হয়তো বা '৬৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ছাত্র আন্দোলনের ২২ দফায় তৎকালীন ছাত্র নেতারা দাবী তোলেন 'প্রধান বিচারপতি কিংবা একজন নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য হিসেবে নিয়োগ করতে হবে।' (এই ক্ষেত্রে আমার ধারণা যদি বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা দেশে নিশ্চিত থাকে তাহলেই বিচারপতি আচার্য হতে পারেন। যেহেতু আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা নেই, রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করতে পারে, বদলী করতে পারে, বরখাস্ত করতে পারে, সেই কারণে বর্তমানে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত ছাড়া প্রধান বিচারপতি আচার্য হতে পারেন না)।

১৯৮৮'র প্রেক্ষাপটে সে দাবীর যুক্তিযুক্ততাই আবার প্রমাণিত হলো। বর্তমান অধ্যাদেশ '৭৩ অনুযায়ী উপাচার্য মনোনয়নও একটি অগণতান্ত্রিক বিধি। এক্ষেত্রে সিনেটের প্রত্যক্ষ ভোটে যিনি সর্বোচ্চ ভোট পাবেন তিনিই উপাচার্য নির্বাচিত হবেন এটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিতে ৩ জনের একটি প্যানেল থেকে চ্যান্সেলর তার মনমতো একজনকে উপাচার্য মনোনীত করেন। আর যিনি চ্যান্সেলরের মনোনীত হবেন উনাকে অবশ্যই চ্যান্সেলরের মন রক্ষা করেই চলতে হবে। তাই অধ্যাদেশের এই বিধিটিও সংশোধন হওয়া অত্যন্ত জরুরী। বর্তমান অধ্যাদেশ '৭৩ অনুযায়ী বেশ কিছুসংখ্যক সরকার মনোনীত সদস্য সিনেট এবং সিণ্ডিকেটে থাকেন, যারা বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে সরকারী নীতি বাস্তবায়নে তৎপর থাকেন এবং অন্য সদস্যদেরও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। এ প্রেক্ষিতে সিনেট সিণ্ডিকেটে সরকারী প্রতিনিধি বহাল রাখার নীতিটিও বাতিল হওয়া দরকার। হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে, সরকারের সাথে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দেন-দরবারের মিডিয়াম্যান হিসেবে কে কাজ করবে? এখানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনই সে দায়িত্বটি পালন করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা যেহেতু সকল শিক্ষা অনুরাগী মানুষের দাবী সেখানে '৭৩ অধ্যাদেশের মধ্যেই সরকারের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের এবং প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের যে ছিদ্র পথটি রয়েছে তা যদি বন্ধ করে দিতে পারি তাহলেই কেবল এমন অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি আমরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো। তাই আজ সমাজ সচেতন সকল মহল থেকেই বর্তমান অধ্যাদেশটি পর্যালোচনা করে আরও কিছু কিছু অংশের সংশোধনীর দাবী উত্থাপিত হওয়া দরকার। যদি তা হয় তাহলেই গোটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে পারবে। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।